তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১২৯/২০১৬

অভিযোগকারী ঃ জনাব মিলন খন্দকার
পিতা-আব্দুল জোব্বার
বর্তমান ঠিকানা-ভি-এইড রোড
কালিবাড়ী, গাইবান্ধা ।

প্রতিপক্ষ ঃ মোহাম্মদ আব্দুল গোফফার
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
সাঘাটা, গাইবান্ধা ।

সিদ্ধান্তপত্র

(তারিখ ঃ ১৬-০৬-২০১৬ ইং)

অভিযোগকারী ০৩-০৩-২০১৬ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, সাঘাটা, গাইবান্ধা বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

"সাঘাটা উপজেলার পিটিআই শিক্ষকদের তালিকা, তাদের পিটিআই সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি। (সহকারী ও প্রধান শিক্ষক আলাদা ভাবে), উপজেলায় পিটিআই শিক্ষকদের বেতন-স্কেল ও বেসিক এর সত্যায়িত অনুলিপি। (সহকারী ও প্রধান শিক্ষক আলাদা ভাবে), উপজেলার পিটিআই বিহীন শিক্ষকদের তালিকা, তাদের পিটিআই সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি। (সহকারী ও প্রধান শিক্ষক আলাদা ভাবে), উপজেলায় পিটিআই বিহীন শিক্ষকদের বেতন-স্কেল ও বেসিক এর সত্যায়িত অনুলিপি। (সহকারী ও প্রধান শিক্ষক আলাদা ভাবে)।"

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১৭-০৪-২০১৬ তারিখে এ.কে.এম. আমিরুল ইসলাম, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়, গাইবান্ধা বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল কর্তৃপক্ষ ১৮-০৪-২০১৬ ইং তারিখে জেপ্রশিঅ/গাই/২০১৬/১৫৪৮(১) নং স্মারকের মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীর চাহিত তথ্য সরবরাহ করে তার কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশে পর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) ০৩-০৫-২০১৬ তারিখের উশিঅ/সাঘাটা/২০১৬/৩৩৪ নং স্মারকে তথ্য সরবরাহের জন্য ২ মাস সময় ও অর্থের প্রয়োজন মর্মে অভিযোগকারীকে পত্র প্রেরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২৪-০৪-২০১৬ তারিখে তথ্য কমিশনে ই-মেইলে অভিযোগ দায়ের করেন।

৩। ২৫-০৫-২০১৬ তারিখের সভায় অভিযোগটি শুনানীর জন্য গ্রহণ করে ১৬-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সমন জারী করার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি সমন জারী করা হয়।। অদ্য ১৬-০৬--২০১৬ তারিখ শুনানীতে অভিযোগকারী ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাজির।

৪। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, নির্ধারিত কার্যদিবসে চাহিত তথ্য প্রদান না করে তথ্য অধিকার আইন লংঘন করেছেন বিধায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার শাস্তি দাবী করেন ।

৫। প্রতিপক্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে তার সঠিক ধারনা না থাকায় এবং অভিযোগকারীর চাহিত তথ্যাদির মধ্যে সার্টিফিকেট এবং শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ যোগ্য কিনা তা জানা না থাকায় অভিযোগকারীকে তথ্য প্রদানে বিলম্ব হয়েছে । এজন্য তিনি কমিশনের নিকট মৌখিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং কমিশনের নির্দেশক্রমে সরবরাহযোগ্য সকল তথ্যাদি সুচারুভাবে প্রস্তুত করে অভিযোগকারীকে প্রদান করার জন্য সময় প্রার্থনা করেন এবং অত্র অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে তিনি কমিশনের নিকট আবেদন করেন । তবে তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রায় এক হাজারের মত শিক্ষক রয়েছে, তাদের সকলের সার্টিফিকেট সরবরাহ করা সমীচীন নয়। এ বিষয়ে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেন যে, এদের কারো কারো বিরুদ্ধে ভূয়া সার্টিফিকেট জমা করার অভিযোগ রয়েছে ।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, শিক্ষকদের বেতন স্কেল সংক্রান্ত তথ্যাদি তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহ যোগ্য বিধায় অভিযোগকারীকে যাচিত তথ্য প্রদানযোগ্য মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কর্তৃক অভিযোগকারীকে যাচিত পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি সরবরাহ করার নিশ্চয়তা প্রদান করায় তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে সকল শিক্ষকের সার্টিফিকেট সরবরাহ না করে শুধুমাত্র চিহ্নিত ভূয়া পিটিআই সার্টিফিকেট ধারী শিক্ষকদের সার্টিফিকেট সরবরাহ করা সমীচীন হবে ।

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। উপর্যুক্ত পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্য, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য মোহাম্মদ আব্দুল গোফফার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, সাঘাটা, গাইবান্ধা কে নির্দেশনা দেয়া হলো এবং তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করে অভিযোগকারীকে মূল্য পরিশোধের জন্য ৫ কার্যদিবস সময় দিয়ে পত্র প্রেরণের জন্যও নির্দেশনা দেয়া হলো ।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(অধ্যাপক ড. মোঃ গোলাম রহমান)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার